গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

ময়মনসিংহ পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের নাম:

জনাব মো. খলিলুর রহমান, যুগ্মসচিব ও সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
জনাব আমিনুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

পরিদর্শনের তারিখ: ০৪-০৫ ডিসেম্বর ২০১৮

গত ০৪ ও ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (যুগ্মসচিব) জনাব খলিলুর রহমান ও প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্লেস পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এ সময় জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর এ কে এম শামসুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া ০৫ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) জনাব মো. হাবিবুর রহমান খান ময়মনসিংহ বিভাগের পরিচালক (স্বাস্থ্য) ও বিভাগের সকল জেলার সিভিল সার্জনগণের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), ময়মনসিংহ এর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এ সভায় এনটিসিসি'র সমন্বয়কারী (যুগ্মসচিব) জনাব খলিলুর রহমান, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. এম এ গণিসহ সিভিল সার্জনগণ, এনটিসিসির প্রোগ্রাম অফিসারগণ, জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টরসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহ: (১) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ (২) শশীলজ (জাদুঘর ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ভবন), (৩) ল্যাব এইড (৪) প্রান্ত স্পেশালাইজড হাসপাতাল, (৫) বিপণি বিতান (ছোহরাব প্লাজা, নূরজাহান শপিং মল ও পালিকা শপিং সেন্টার) ও (৬) রেল স্টেশন, ময়মনসিংহ ।

বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ও সিভিল সার্জনগণের সঙ্গে আলোচনা

বিকাল ৩টায় বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), ময়মনসিংহ এবং বিভাগের চারটি জেলার সিভিল সার্জনের সঙ্গে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন এবং জেলা/উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি সক্রিয়করণ বিষয়ে আলোচনা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) জনাব মো. হাবিবুর রহমান খান, এনটিসিসি'র সমন্বয়কারী জনাব মো. খলিলুর রহমান এ বিষয়ে আলোচনা করেন। ডা. এম এ গণি, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), ময়মনসিংহ, ডা. এ কে এম আবদুর রব, সিভিল সার্জন - ময়মনসিংহ, ডা. মো. তাজুল ইসলাম খান, সিভিল সার্জন -নেত্রকোনা ও ডা. মো. রেজাউল করিম, সিভিল সার্জন- শেরপুর প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ময়মনসিংহ বিভাগে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটিসমূহ সক্রিয়করণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মনিটরিং বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়। অতিরিক্ত সচিব (জওবি) বিভাগীয় পরিচালকের (স্বাস্থ্য) মাধ্যমে সকল সিভিল সার্জনদেরকে জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন ও জেলাগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার লক্ষ্যে ইউএনও-দের সঙ্গে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। উপস্থিত সিভিল সার্জনগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার জনাব আমিনুল ইসলাম ও ডা. মো. ফরহাদুর রেজা এবং জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর (তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) জনাব এ কে এম শামসুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

(১) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ

আইন অনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ, পাবলিক প্লেস ও ধূমপানমুক্ত এবং ধূমপানমুক্ত স্থান হিসাবে বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিদর্শনকালে -

(১) কাউকে ধূমপান করতে দেখা যায়নি;

(২) আইন অনুযায়ী ভবনের প্রবেশ পথে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান। তবে বারান্দা/কক্ষের প্রবেশ পথে নো স্মোকিং সাইনেজ সবখানে দৃশ্যমান করা দরকার।

মন্তব্য: স্যানিটারি ইনস্পেক্টর আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক নো স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(২) শশীলজ (জাদুঘর ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ভবন)

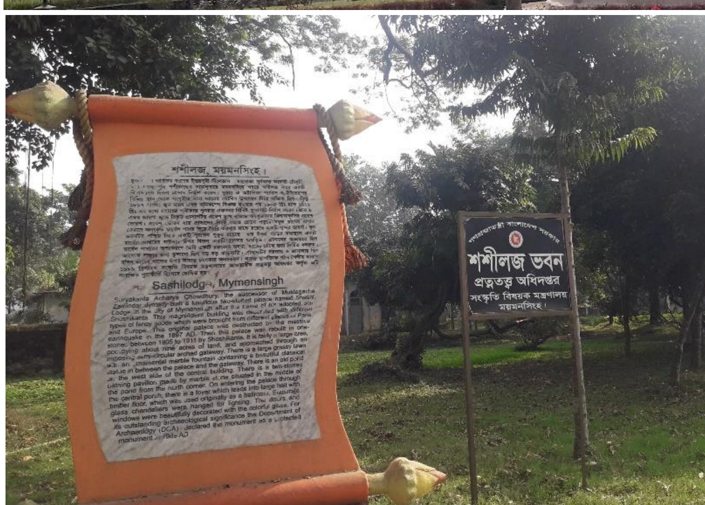

আইন অনুযায়ী শশীলজ একটি ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিদর্শনকালে-

(১) কাউকে ধূমপান করতে দেখা যায়নি, যা ইতিবাচক দিক। (২) আইন অনুযায়ী ভবনের প্রবেশ পথে নো-স্মোকিং সাইনেজ লক্ষ্য করা যায়নি। (৩) শশীলজ এরিয়ার অভ্যন্তরে তামাকের কোন বিক্রয়কেন্দ্র দেখা যায়নি ।

গৃহীত পদক্ষেপ: স্যানিটারি ইনস্পেক্টর আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক নো স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩) ল্যাব এইড ও (৪) প্রান্ত স্পেশালাইজড হাসপাতাল

ছবির ক্যাপশন: ল্যাব এইড হাসপাতালের প্রবেশ পথ থেকে তোলা (উপরে-বামে) ও সিড়ি'র পাশে লিফট্ এর সামনে তোলা (উপর-ডানে), প্রান্ত স্পেশালাইজড হাসপাতালের সামনে অনুসন্ধান/রিপোর্ট ডেস্কের সামনে (বামে)

আইন অনুযায়ী ল্যাব এইড হাসপাতাল ও প্রান্ত স্পেশালাইজড হাসপাতাল ১০০% ধূমপানমুক্ত স্থান এবং বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্চনীয়। পরিদর্শনকালে:

(১) কাউকে ধূমপান করতে দেখা যায়নি। (২) ল্যাব এইড হাসপাতালের প্রবেশ পথে নো-স্মোকিং সাইনেজ লক্ষ্য করা গেছে। তবে সেটি আইনের বিধান অনুযায়ী হয়নি। কিন্তু প্রান্ত হাসপাতালে কোন নো স্মোকিং সাইনেজ ছিল না। (৩) হাসপাতাল দুটি প্রবেশ পথ ও অভ্যন্তরে বিভিন্ন ফ্লোরে নো স্মোকিং সাইনেজ লাগানো দরকার।

মন্তব্য: আইন অনুযায়ী হাসপাতাল দুটির প্রবেশ পথ ও বিভিন্ন ফ্লোরে নো স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর বিষয়টি জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টরকে অবহিত করা হয়েছে।

(৫) বিপণি বিতান
(ছোহরাব প্লাজা, নুরজাহান শপিং মল ও পালিকা শপিং সেন্টার)

আইন অনুযায়ী শপিং সেন্টার ধূমপানমুক্ত স্থান এবং বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্চনীয়। পরিদর্শনকালে:

(১) কাউকে ধূমপান করতে দেখা যায়নি। (২) কোন নো স্মোকিং সাইনেজ ছিল না। (৩) প্রবেশ পথ ও অভ্যন্তরে বিভিন্ন ফ্লোরে নো স্মোকিং সাইনেজ লাগানো দরকার।

মন্তব্য: আইন অনুযায়ী প্রবেশ পথ ও বিভিন্ন ফ্লোরে নো স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর বিষয়টি জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টরকে অবহিত করা হয়েছে।

(৬) রেল স্টেশন, ময়মনসিংহ

আইন অনুযায়ী রেল স্টেশন ধূমপানমুক্ত স্থান এবং বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিদর্শনকালে:

(১) ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসাবে নো স্মোকিং সাইনেজ থাকলেও স্টেশন প্ল্যাটফরমে ১১ জনকে ধূমপান করতে দেখা যায়। তাদেরকে স্টেশনে ধূমপান আইনত দণ্ডণীয় অপরাধ অবহিত করা ও ধূমপান থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানানো হয়। এ সময় ধূমপায়ীগণের অধিকাংশ বিড়ি/সিগারেটের জলন্ত অংশ নিভিয়ে ফেলেন। কয়েকজন স্টেশন প্ল্যাটফরম থেকে সরে যান।

(২) স্টেশন কর্তৃপক্ষের কেউ ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য বলেননি। পরিদর্শনকালে স্টেশন মাস্টার উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর দপ্তরের একজন সহকারীকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। একইসঙ্গে তাকে নতুন করে ধূমপানমুক্ত এলাকা লেখা সম্বলিত নো স্মোকিং সাইনেজ স্থাপনের অনুরোধ জানানো হয়।

(৩) স্টেশন প্ল্যাটফরমে ২ জন ভ্রাম্যমান হকারকে সিগারেট বিক্রি করতে দেখা যায়। তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করা হলে তাৎক্ষনিকভাবে তারা সরে যায়।

(৩) প্রবেশ পথ ও অভ্যন্তরে বিভিন্ন ফ্লোরে নো স্মোকিং সাইনেজ লাগানো প্রয়োজন।

গৃহীত পদক্ষেপ: পরিদর্শনকালে স্যানিটারি ইনস্পেক্টর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আইন অনুযায়ী প্রবেশ পথ ও বিভিন্ন ফ্লোরে নো স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

প্রতিবেদন প্রণয়নকারীর নাম ও স্বাক্ষর

আমিনুল ইসলাম
প্রোগ্রাম অফিসার

প্রতিবেদন অনুমোদনকারী নাম ও স্বাক্ষর

মো. খলিলুর রহমান
সমন্বয়কারী